২২/৭/২০০৮

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ ...... কলাম ...৬.....

দৈনিক ইনকিলাব

গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়ায় ধর্মঘট স্থগিত

রাঃবিঃ ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ : ১৯ জুলাই গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দাবী এবং ধর্মঘটের হুমকির মুখে প্রশাসন গত সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিয়েছে। ফলে ছাত্রদল গতকাল এবং আজকের ধর্মঘটের কর্মসূচী স্থগিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগামী ১৯ জুলাই রাত ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনসমূহের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গত রবিবার ও সোমবার ক্যাম্পাসে সংঘটিত সংঘর্ষে পুলিশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১০ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রদল মঙ্গল ও বুধবার ধর্মঘট আহ্বান করে। সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে ছাত্রদল নেতাদের এক বৈঠকে সমঝোতার প্রেক্ষিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেয়া হয়। ফলে ছাত্রদল তাদের ধর্মঘটের কর্মসূচী স্থগিত করে। তবে প্রশাসন আগামী ১০ দিন ক্যাম্পাসে ছাত্রদল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাবে না বলে অঙ্গীকার আদায় করে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর আজিজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার স্বার্থে ক্যাম্পাসে ধর্মঘট, সমাবেশ, অবরোধ, মিছিল, মিটিং, মাইকিং, পোস্টারিং, দেয়াল লিখন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দক্ষিণ পাশের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। মিছিল-মিটিং বন্ধ করায় পুলিশ ঐ রাস্তায় শিক্ষক ও সাংবাদিকদের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ সময় জনৈক শিক্ষক ডঃ নিজাম উদ্দিন ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পুলিশ তার গতিরোধ করলে তিনি শিক্ষক পরিচয় দেবার পরও তার সাথে যথোপযুক্ত আচরণ করা হয়নি। জনৈক সাংবাদিককেও যেতে দেয়া হয়নি। জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক প্রফেসর ডঃ একেএম আজহারুল ইসলাম এহেন পুলিশী আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, পুলিশ আইন-শৃংখলা রক্ষায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষকদের গতিরোধ করে গর্হিত অন্যায় করেছে। অন্যায়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করতে তিনি আজ শিক্ষকদের নিয়ে ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

এদিকে পুলিশ লাইব্রেরীর দক্ষিণ পাশের রাস্তা বন্ধের কারণে সেখানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অস্থায়ী টেন্ট পুলিশ দখল করে। ছাত্রশিবির এর প্রতিবাদে শহিদুল্লাহ্ কলা ভবনের পূর্ব পাশের রাস্তায় অবস্থান নেয়। তারা সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশও করে। এতে বক্তব্য রাখেন শফিকুল ইসলাম, রেজাউল করিম, এবাদত হোসেন, তৌফিকুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, তাদের টেন্ট দখল ও পুলিশী আতংক সৃষ্টির প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের মেইন গেটে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সেখানে প্রবেশাধিকারও সীমিত করা হয়েছে। পুরো ক্যাম্পাস পুলিশে ছেয়ে গেছে। প্রক্টর প্রফেসর আজিজুল ইসলাম এ প্রতিনিধিকে বলেন, লাইব্রেরীর দক্ষিণ পাশের রাস্তা বন্ধ ও শিবিরের টেন্ট দখল নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে প্রশাসন চিন্তা-ভাবনা করছে। রাতেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া [illegible]